শেখ মুজিবকে ‘জাতির পিতা’ বলায় জয়পুরহাটে সভায় হট্টগোল



ছবি: সংগৃহীত

জয়পুরহাটে জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবসের আলোচনা সভায় দুই দফা উত্তেজনা ও হট্টগোলের ঘটনা ঘটেছে। প্রথমে অনুষ্ঠানের ব্যানারে শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের ছবি না থাকায় ক্ষোভ জানান বিএনপির নেতাকর্মীরা। পরে এক বক্তা শেখ মুজিবুর রহমানকে ‘জাতির পিতা’ ও ‘বঙ্গবন্ধু’ সম্বোধন করলে আবারও উত্তেজনা ছড়ায়।

শনিবার (৭ নভেম্বর) সকাল ১০টায় জেলা শিল্পকলা একাডেমিতে জেলা প্রশাসনের আয়োজনে সভাটি হওয়ার কথা ছিল। ব্যানারে জিয়াউর রহমানের ছবি না থাকায় ক্ষুব্ধ হয়ে নির্ধারিত সময়ে মঞ্চে ওঠেননি প্রধান অতিথি জনপ্রশাসন ও খাদ্য প্রতিমন্ত্রী আব্দুল বারী। পরে ব্যানারে তাঁর ছবিসংবলিত পোস্টার সাঁটানোর পর প্রায় আধা ঘণ্টা দেরিতে অনুষ্ঠান শুরু হয়।

সভায় বক্তব্যের একপর্যায়ে জিয়া পরিষদের জয়পুরহাট পৌর শাখার সাধারণ সম্পাদক মারুফ হাসান শেখ মুজিবুর রহমানকে একাধিকবার ‘জাতির পিতা’ ও ‘বঙ্গবন্ধু’ বলে সম্বোধন করেন। এতে উপস্থিত নেতাকর্মীদের মধ্যে হট্টগোল শুরু হয়। একপর্যায়ে জেলা ছাত্রদলের সভাপতি একেএম গোলাম মাহফুজ শুভ উত্তেজিত হয়ে মঞ্চের ডায়াসের দিকে এগিয়ে যান। পরে মারুফ হাসানকে ডায়াস থেকে সরিয়ে নেওয়া হলে পরিস্থিতি শান্ত হয়।

ব্যানারে জিয়াউর রহমানের ছবি না থাকার ঘটনায় জেলা বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক এম এ ওহাব ক্ষোভ জানিয়ে বলেন, ফ্যাসিবাদের বিদায় হলেও প্রশাসনে এখনো ফ্যাসিবাদের দোসররা রয়ে গেছেন। তাঁরা সরকারের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডকে বিতর্কিত করতে চান।

জেলা পরিষদের প্রশাসক ও জেলা বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক মাসুদ রানা প্রধান বলেন, ১৯ বছর পর তাঁরা জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস পালন করছেন। অথচ জিয়াউর রহমানকে ঘিরে আয়োজিত অনুষ্ঠানের ব্যানারেই তাঁর ছবি ছিল না। এতে নেতাকর্মীরা কষ্ট পেয়েছেন।

এ ঘটনায় দুঃখ প্রকাশ করে ক্ষমা চান জেলা প্রশাসক আল-মামুন মিয়া। তিনি বলেন, ইন্টারনেট থেকে ছবি সংগ্রহ করে ব্যানার তৈরি করা হয়েছিল।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে প্রতিমন্ত্রী আব্দুল বারী অনুষ্ঠানের বিভিন্ন ত্রুটি নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেন। ঘটনাটি ইচ্ছাকৃত হলে ব্যবস্থা নেওয়া হবে জানিয়ে তিনি জেলা প্রশাসক ও জেলা পরিষদের প্রশাসককে বিষয়টি তদন্তের নির্দেশ দেন।

সভায় আরও বক্তব্য দেন পুলিশ সুপার শাহনাজ বেগম, সিভিল সার্জন আল-মামুন, জেলা বিএনপির আহ্বায়ক গোলজার হোসেন এবং জেলা মুক্তিযোদ্ধা দলের নেতা জগলুল আলম।